বাংলাদেশ কোড

ভলিউম-৪৭

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। অনুসন্ধান কমিটি গঠন, ইত্যাদি
৪। অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি
৫। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের যোগ্যতা
৬। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের অযোগ্যতা
৭। সাচিবিক দায়িত্ব
৮। বিধি প্রণয়ন
৯। হেফাজত

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২

২০২২ সনের ১ নং আইন

[২৯ জানুয়ারি, ২০২২]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অনুসন্ধান কমিটি" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন গঠিত অনুসন্ধান কমিটি;

(খ) "আপিল বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ;

(গ) "কমিশন" অর্থ সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন;

(ঘ) "প্রধান নির্বাচন কমিশনার" ও "অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার" অর্থ সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিয়োগকৃত কোনো ব্যক্তি;

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; এবং

(ছ) "সদস্য" অর্থ অনুসন্ধান কমিটির সদস্য।

অনুসন্ধান কমিটি গঠন, ইত্যাদি

৩। (১) রাষ্ট্রপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণের শূন্য পদে নিয়োগদানের জন্য এই আইনে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৬ (ছয়) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিবেন, যথা:—

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারক;

(গ) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(ঘ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন; এবং

(ঙ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট নাগরিক, যাহাদের একজন নারী হইবেন।

(২) অনুসন্ধান কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৩) অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুসন্ধান কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) অনুসন্ধান কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ইহার সুপারিশ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

৪। (১) অনুসন্ধান কমিটি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া দায়িত্ব পালন করিবে এবং এই আইনে বর্ণিত যোগ্যতা, অযোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সততা ও সুনাম বিবেচনা করিয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবে।

(২) অনুসন্ধান কমিটি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে এই আইনে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল এবং পেশাজীবী সংগঠনের নিকট হইতে নাম আহবান করিতে পারিবে।

(৩) অনুসন্ধান কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে রাষ্ট্রপতির নিকট ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের যোগ্যতা

৫। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদানের জন্য কোনো ব্যক্তিকে সুপারিশ করিবার ক্ষেত্রে তাহার নিম্নরূপ যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) তাঁহাকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) তাঁহার বয়স ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর হইতে হইবে; এবং

(গ) কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বিচার বিভাগীয়, আধা-সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত পদে বা পেশায় তাঁহার অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের অযোগ্যতা

৬। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগদানের জন্য কোনো ব্যক্তিকে সুপারিশ করা যাইবে না, যদি—

(ক) তিনি কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন;

(ঙ) তিনি International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) বা Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (President's Order No. 8 of 1972) এর অধীন যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন; বা

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

সাচিবিক দায়িত্ব

৭। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অনুসন্ধান কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

বিধি প্রণয়ন

৮। এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে, আবশ্যক হইলে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

হেফাজত

৯। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইতঃপূর্বে গঠিত অনুসন্ধান কমিটি ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি এবং উক্ত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ বৈধ ছিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত বিষয়ে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।